দৈনিক সংবাদ
তারিখ JUN 1-9-1999 পৃঃ ৬ কলাম ৫

এসএসসি পরীক্ষা

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেরা সাফল্য

মফস্বল ডেস্ক ঃ গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত দেশের ৫টি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত ভাল অবস্থানে রয়েছে তাদের কয়েকটির বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

নাসিরউদ্দিন তোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ অন্যান্যবারের মতো এবারও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় নগরীর ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে রয়েছে। এই স্কুল থেকে মানবিকে প্রথম মরিয়মসহ মোট ১৩ জন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। সর্বমোট ৮৯ জন পরীক্ষার্থীর সবাই পাস করেছে। এর মধ্যে ৮০জনই স্টার মার্ক পেয়েছে আর বাকি ৯ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ফলাফলে খুশি ওই কলেজের অধ্যক্ষ হাসিনা জাকারিয়া। তিনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, আমার আশা ছিল প্রায় ১৮ জন মেধা তালিকায় স্থান পাবে। কিন্তু অনেক সময় ভাগ্য প্রসন্ন না হলে ফলাফল আশানুরূপ হয় না। তবুও আমি ভীষণ আনন্দিত।

ডাঃ খাস্তগীর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম শারমিনের কৃতিত্বে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে। তবে আরো ভাল আশা করেছিলাম। সব সময় আমরা বড় আশা করি। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা আরো ভাল করবে।

সম্মিলিত মেধা তালিকায় ডাঃ খাস্তগীর স্কুলের ৩ জন, চট্টগ্রাম সরকারি হাইস্কুলের ৭ জন, কলেজিয়েট স্কুলের ৬ জন, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ৫ জন্য নৌবাহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ জন, চিটাগাং পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের ২ জন, কক্সবাজার গভঃ বয়েজ স্কুলের ২ জন, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১ জন ও কর্ণফুলী পেপার মিলস হাইস্কুলের ১ জন ছাত্রছাত্রী স্থান পেয়েছে। তবে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে বাকলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। এবারই প্রথম এই স্কুলের ছাত্র এমদাদ বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এর আগে মেধা তালিকায়ও কেউ স্থান পায়নি।

হাসিবুর রহমান বিলু, বগুড়া থেকে ঃ এসএসসি পরীক্ষার বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় বগুড়ার ছাত্রছাত্রীরা ২০টির মধ্যে ১৩টি স্থানই লাভ করেছে।

বগুড়া ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের নুর উদ্দিন মিলন ৬টি লেটারসহ ৮৪৭ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। এছাড়া বগুড়া পুলিশ লাইন হাইস্কুলের সুরাইয়া মাহবুবা মুনমুন ৫টি লেটারসহ ৮৩০ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে। সে মেয়েদের মধ্যে প্রথম। ৪টিতে লেটারসহ ৮১৯ নম্বর পেয়ে তৃতীয় হয়েছে বগুড়া ক্যান্ট বোর্ড হাই স্কুলের জাহিদ ইকবাল।

বগুড়া ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের ইয়াসমিন জলিল ৩টি লেটারসহ ৮০৫ নম্বর পেয়ে ৬ষ্ঠ হয়েছে। বগুড়া জেলা স্কুলের ছাত্র হাসান ৫টি লেটার ও ৮০০ নম্বর পেয়ে নবম স্থান অধিকার করেছে। ৭৯৮ পেয়ে দশম হয়েছে বগুড়ার ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের রাবেয়া বেগম। সে ৫টি বিষয়ে লেটার পেয়েছে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পারভেজ আকতার ৪টি লেটারসহ ৭৮৬ পেয়ে হয়েছে ১২তম। মোহাম্মদ এনামুল হক ৭৮৫ পেয়ে হয়েছে ১৩তম। সে ৩টি বিষয়ে লেটার পেয়েছে। ১৪তম মঞ্জুরুল হাসান ৭৮৪ নম্বর পেয়েছে। তার লেটার আছে ৪টি বিষয়ে। আবদুল্লাহ আল মামুন ৭৮২ নম্বর পেয়ে হয়েছে ১৫তম। সে ৪টিতে লেটার পেয়েছে। ১৬তম রোকনুজ্জামান পেয়েছে ৭৮০ নম্বর, তার লেটার রয়েছে ৫টি বিষয়ে। প্রিতম দত্ত, সেও ৭৮০ নম্বর পেয়ে হয়েছে ১৬তম। প্রিতম ৪টি লেটার পেয়েছে। এরা সবাই বগুড়া জিলা স্কুলের ছাত্র। বগুড়া ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের মোস্তফা মোহাম্মদ আল রশিদ অভি পেয়েছে ৭৮০, সেও ১৬তম হয়েছে। অভি লেটার পেয়েছে ৩টি বিষয়ে।

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ অন্যান্যবারের মতো এবারও বরিশাল ক্যাডেট কলেজের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা তাদের সাফল্য দেখাতে সক্ষম হয়েছে।

বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে এবার বিজ্ঞান বিভাগে ৪৪ জন এবং মানবিক বিভাগে ১১ জন পরীক্ষা দেয়। এদের সবাই স্টার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সাইমুম আমিন চৌধুরী। সে ৬টি বিষয়ে লেটার মার্কসহ মোট ৮৭১ পেয়েছে। কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ১৫ জন ও মানবিক বিভাগে ৭ জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে।

সৈয়দপুর থেকে আমিনুল হক ঃ এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সৈয়দপুরে সবচেয়ে ভাল করেছে লায়ন্স স্কুলের পরীক্ষার্থীরা। স্কুলটির পাসের হার হচ্ছে শতকরা ৯৮ ভাগ। আর সবচেয়ে খারাপ করেছে এই থানার কামারপুকুর হাইস্কুল। এই স্কুলের পরীক্ষার্থীদের পাসের হার হচ্ছে ১৩ ভাগ। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে টেকনিক্যাল স্কুল ও ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ।

সৈয়দপুরে রয়েছে এসএসসির দুটি পরীক্ষা কেন্দ্র। একটি ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে এবং অপরটি টেকনিক্যাল স্কুলে। এই কেন্দ্র দুটিতে মোট ১৯টি হাইস্কুলের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেয়।

সৈয়দপুরের কেন্দ্র দুটির ১৯টি হাইস্কুলের মধ্যে সবচেয়ে কমসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করেছে কামারপুকুর হাইস্কুল থেকে।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে দুর্লভ বিশ্বাস ঃ এসএসসি পরীক্ষায় মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ১৫ জন ছাত্র ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে ৯ জন বিজ্ঞান বিভাগে এবং ৬ জন মানবিক বিভাগে।

মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সেরা এই ছাত্ররা হলো বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম স্থান দখলকারী এ এফ এম নুরুজ্জামান রোল ১৪০২৯১, প্রাপ্ত নম্বর ৯৫৮, দ্বিতীয় আহসানুল কবির রোল ১৪০২৮৪, প্রাপ্ত নম্বর ৯৫৩, ৫ম মোঃ মাসুদ ইমতিয়াজ মুন্না রোল ১৪০২৮১, প্রাপ্ত নম্বর ৯৪০, ৬ষ্ঠ রিফাত শাহরিয়ার রোল ১৪০২৯২, প্রাপ্ত নম্বর ৯৩৬, ৭ম নাশাদ আহমেদ শাফা রোল ১৪০২২৫, প্রাপ্ত নম্বর ৯৩৫, ১২তম স্থান দখলকারী দুজন, এরা হলো রেদুয়ান হাসান খান রোল ১৪০৩৬৭, প্রাপ্ত নম্বর ৯২৯ ও মোঃ রিসালাত সিদ্দিকী রোল ১৪০২৮২, প্রাপ্ত নম্বর ৯২৯, ১৭তম ওয়ায়েস তুষার, রোল ১৪০২৬৫, প্রাপ্ত নম্বর ৯২৪ এবং ১৮তম মাহবুবুল আরেফিন রোল ১৪০২৮৬, প্রাপ্ত নম্বর ৯২৩।

এছাড়া মানবিক বিভাগের সেরা ছাত্ররা হলো প্রথম আদনান আহসান খন্দকার রোল ২৪৫২৪৮, প্রাপ্ত নম্বর ৮৯০, ৪র্থ সৈয়দ ইফতেখারুল, রোল ২৪৫২৪৬, প্রাপ্ত নম্বর ৮৭৮, ৫ম মাহমুদ উল্লাহ, রোল ২৪৫২৪৪, প্রাপ্ত নম্বর ৮৭৭, ৬ষ্ঠ লস্কর জুয়েল রানা, রোল ২৪৫২৪৯, প্রাপ্ত নম্বর ৮৭০, ৯ম রুবাইয়াৎ হাশমী, রোল ২৪৫২৫২, প্রাপ্ত নম্বর ৮৬২ এবং ১১তম মোঃ আবদুর রহিম সুজন, রোল ২৪৫২৪৭, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৯।

আদনান আহসান খন্দকার

আহসানুল কবির

নাশাদ আহমেদ শাফা

রিফাত শাহরীয়ার

এ এফ এম নুরুজ্জামান

মাসুদ ইমতিয়াজ মুন্না

সৈয়দ ইফতেখারুল

রুবাইয়াৎ হাশমী

মাহমুদ উল্লাহ

রেদুয়ান হাসান খান

আব্দুর রহিম সুজন

লস্কর জুয়েল রানা

মির্জাপুরে ভিন্ন দৃশ্য

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় মির্জাপুর থানার নামি-দামি স্কুলগুলোতে পাসের চেয়ে ফেলের সংখ্যাই বেশি।

এ থানার নামকরা ২টি উচ্চ বিদ্যালয় হলো মির্জাপুর সদর কৃষ্ণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এবং মির্জাপুর গার্লস পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। সদর কৃষ্ণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫৫ জন ছাত্র। পাস করেছে ৭১ জন। পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয় ১১১ জন ছাত্রী। পাস করেছে মাত্র ৫২ জন।

এছাড়া শুধু এ থানাতেই নয়, সারা দেশে একটি নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত এবং যেখানে লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই সেই ভারতেশ্বরী হোমসেও ৩৫ জন ছাত্রী ফেল করেছে।